১৬-১০-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চার - এখন তোমরা অনেক বড় স্টিমারে বসে আছ, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে, তাই তোমরা লবণাক্ত চ্যানেল পার হয়ে ক্ষীর সাগরে যাচ্ছ"

প্রশ্ন :-- বাচ্চাদের কোন্ বিষয়ে বিশেষ ক্লান্তি আসে ? এই ক্লান্তি আসার মুখ্য কারণ কি ?

উত্তর :-- বাচ্চারা চলতে চলতে স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হয়ে যায়, এই ক্লান্তি আসার মুখ্য কারণ হলো সঙ্গদোষ । এমন সঙ্গে চলে যায় যে, বাবার হাত ছেড়ে দেয় । বলা হয় যে, সুসঙ্গ ভালোর দিকে নিয়ে যায়, কুসঙ্গ পতনের দিকে নিয়ে যায় । সঙ্গদোষে এসে স্টীমার থেকে পা যদি নিচে নামাও তাহলে মায়া কাঁচা খেয়ে নেবে, তাই বাবা বাচ্চাদের সাবধান করেন -- দেবী, সমর্থ বাচ্চাদের হাত কখনোই ছেড়ো না ।

গীত :-- মাতা ও মাতা, তুমিই ভাগ্যবিধাতা

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বলেন - বাচ্চারা, ওম্ শান্তি । একেও মহামন্ত্র বলা হয় । আত্মা নিজের স্বধর্মের মন্ত্র জপ করে । আমি আত্মার স্বধর্ম হলো শান্ত । শান্তির জন্য আমার জঙ্গল ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই । আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ, এ হলো আমার অরগ্যান্স । আওয়াজ করা বা না করা, এ তো আমার হাতে কিন্তু এই জ্ঞান না থাকার কারণে দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় । এর উপর একটি কাহিনীও আছে -- এক রাণীর হার গলাতেই ছিলো কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিলো, তার মনে হয়েছিলো যে, আমার হার হারিয়ে গেছে, তাই সে বাইরে খুঁজছিল । তারপর কেউ বলেছিল, হার তো গলাতেই আছে । এই দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় । মানুষ তো দোরে দোরে বিভ্রান্ত হয় । সন্ন্যাসীরাও বলে যে, মনের শান্তি কিভাবে হবে, কিন্তু আত্মার মধ্যেই তো মন - বুদ্ধি আছে । আত্মা এই শরীরে এলে টকি হয়ে যায় । বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারা নিজেদের স্বধর্মে থাকো । এই দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও । বার বার বোঝানো সত্ত্বেও কেউ কেউ বলে - আমাকে শান্তিতে বসাও, মেডিটেশন করাও । এ বলাও ভুল । এক আত্মা অন্য আত্মাকে বলে যে, আমাকে শান্তিতে বসাও । আরে, তোমাদের স্বধর্ম কি শান্ত নয় ? তোমরা নিজেরাই কি বসতে পারো না ? চলতে ফিরতে তোমরা কেন স্বধর্মে স্থির হও না ? যতক্ষণ না পথ বলে দেবার জন্য বাবাকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণ স্বধর্মে কেউ টিকতে পারে না । ওরা তো বলেই দেয় যে, আত্মাই পরমাত্মা,তাই তারা স্বধর্মে টিকতে পারে না । এই অশান্ত দেশে এ হলো তোমাদের অন্তিম জন্ম । এখন তোমাদের শান্তির দেশে যেতে হবে, তারপর সুখধামে । এখানে তো ঘরে ঘরে অশান্তি । সত্যযুগে ঘরে ঘরে রোশনাই । তাই এখানে হলো অন্ধকার, এখানে প্রতি কথায় ঠোকর খেতে হয় । ঘরে ঘরে অন্ধকার, তাই সবাই দীপ জ্বালায় । যখন রাবণকে জ্বালিয়ে দেয় তখন মানুষ দীপমালা পালন করে । ওখানে তো রাবণ থাকে না । তাই সর্বদাই দীপমালা । এখানে রাবণ রাজের কারণে ১২ মাসের পরে দীপমালা পালন করা হয় । রাবণের মৃত্যু হলে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্যাভিষেক হয় । তাদের জন্য খুশী উদযাপন হয় । সত্যযুগে লক্ষ্মী - নারায়ণ যখন সিংহাসনে আসীন হয় তখন রাজ্যাভিষেকের উৎসব পালন করা হয় । তোমরা জানো যে এখন রাবণ রাজ্য সম্পূর্ণ হবে । ভারত আবারও রাজ্য - ভাগ্য পাবে । এখন কোনো রাজ্য নেই । বাবার থেকেই রাজ্য পেতে হবে । বেহদের বাবা বেহদের রাজধানীর বর্সা দেন । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের সদা সুখের বর্সা দিই, বাকি আর সবাই তোমাদের দুঃখ দেয় । যদি কেউ সুখও দেয়, তা হল অল্পকালের

ক্ষণভঙ্গুর । সেই সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান । আমি তোমাদের এতো সুখ দিই যে তোমাদের কখনোই আর দুঃখ হবে না তাই এই দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধধারীদের ভুলে যাও । এই দেহ আর দেহ সম্বন্ধী তোমাদের দুঃখ দেয়, এদের ছেড়ে আমি এক বাবাকে স্মরণ করো । এই স্মরণ করতে হয় – ভোরবেলা অর্থাৎ অমৃতবেলা । ভক্তিমার্গেও মানুষ ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে । কেউ কেউ কারোর মতে কি করে, কেউ আবার অন্য কারোর মতে । বাবা বোঝান যে ভোরবেলা উঠে যতটা সম্ভব নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । এই হলো বাবার নির্দেশ ।

ভক্ত ভগবানকে স্মরণ করে,আবার বলে দেয় সবাই ভগবান । এখনো তারা বুঝতে পারে না । একদিন সবাই তোমাদের মিত্র হবে । তারা বলবে, এ কথা তো ঠিক । ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলার অর্থ নিজের আর তার সঙ্গে ভারতের তরী ডুবিয়ে দেওয়া । দ্বিতীয় কথা হলো, ভারতকে স্বরাজ্যের মাখন দেন বাবা, তাঁর পরিবর্তে বাবার বাচ্চা শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, যে শ্রীকৃষ্ণকে মাখন হাতে দেখানো হয় । তাই মানুষ মনে করে ভারতকে মাখন দেন শ্রীকৃষ্ণ । বাবার পরিবর্তে বাচ্চার নাম দিয়ে অনর্থ করে দিয়েছে । এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভগবান তো আর কৃষ্ণ হতে পারে না । মানুষ রাবণের মতে চলে নিজেদেরই নিজে অভিশপ্ত করেছে । বাবা হলেন কান্ডারী আর তোমরা সবাই হলে তরী । গাওয়া হয় না --- আমার তরী পার করো । এখন তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছ । চন্দ্রকান্ত বেদান্ততে স্টিমারের কথা আছে । তাও এখনকার বানানো । তোমরা স্টিমারে ওইপারে যাচ্ছ । তোমরা বিষয় সাগর থেকে অমৃত অথবা ক্ষীর সাগরে যাও । লন্ডনে যেমন নোনতা জলের চ্যানেল যে স্টিমার পার করে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হয় । আর এ হলো নরক থেকে স্বর্গে যাওয়া । বিষয় সাগর হলো নুন জল । তোমরা বড় স্টিমারে বসে আছো । তোমরা এখন চলতে শুরু করেছো, তোমাদের নোঙ্গর উঠে গেছে । তোমরা এখন চলেছ, তোমাদের ওইপারে যেতে হবে । স্টিমার চলতে চলতে পোর্ট আসে । সেখানে কেউ নামে, কেউ আবার ওঠে । কেউ যদি খাওয়া – দাওয়ার পিছনে যায় তাহলে থেকে যাবে । এর উপর এক কাহিনী বানানো হয়েছে । কৃষ্ণ হল বটুক মহারাজ । সে হল স্টিমারের ক্যাপ্টেন । এরপর স্টিমারে চলতে চলতে কেউ যদি নেমে যায় তো সেখানে মায়া অজগর বসে থাকে । মহারথীদেরও গিলে ফেলে । পড়া ছেড়ে দিলে মনে করা হবে নিশ্চয়বুদ্ধি নয় । তখন মাঝ সাগরে পড়ে যায় ।

তোমরা দেখেছো যে – পাখি যখন মরে যায় তখন দল বেঁধে পিঁপড়ে এসে তা খেয়ে নেয় । তেমনই এই পাঁচ বিকার রূপী ভূত একদম কাঁচা চিবিয়ে গিলে ফেলে । এর উপর বড় কাহিনী লেখা হয়েছে । মনে করো কেউ স্টিমারে বসে আছে – গ্যারান্টিও দেয়, নিজের ফটোও পাঠিয়ে দেয় কিন্তু কারোর সঙ্গে যদি বিগড়ে যায় তো পড়া ছেড়ে দেবে, তখন সেই চিত্র তাকে ফেরত দেওয়া হবে । এই সময় মায়া হলো তমোপ্রধান । ঈশ্বরের হাত ছাড়লেই অসুর হাত ধরে ফেলবে । এমন অনেকেই চলতে চলতে হাত ছেড়ে নেমে যায় । খবর আসে যে --- ওকে ক্রোধের ভূত, ওকে মায়ার ভূত ধরে ফেলেছে । প্রথমে তো নষ্টমোহ হতে হবে । একের প্রতিই মোহ রাখতে হবে । এতেই হল পরিশ্রম । মোহের শিকল তোমাদের অনেক লেগে আছে । এখন এই একের সঙ্গে বুদ্ধিযোগ লাগাতে হবে । মানুষ যখন বসে ভক্তি করে তখন বুদ্ধি কখনো ব্যবসার দিকে কখনো ঘরের দিকে চলে যায় । এখানেও তোমাদের এমনই হবে । চলতে চলতে তোমাদের সন্তানের কথা স্মরণে এসে যাবে । স্বামীর কথা স্মরণে এসে যাবে । বাবা বলেন যে এই শৃঙ্খল থেকে বুদ্ধিযোগ দূর করে সেই এককে স্মরণ করো । অন্তিম সময় যদি অন্য কারোর স্মৃতি আসে তাহলে অন্তিম কালে যে পতিকে স্মরণ করে -- পরের দিকে

শিববাবা ছাড়া যেন অন্য কেউ স্মরণে না আসে, এমন অভ্যাস তৈরী করতে হবে । ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ করো । বাবা আমি তোমার কাছে এসেছি – অবশ্যই আমরা স্বর্গের মালিক হব । বাবা এবং তাঁর অবিনাশী বর্সাকে অর্থাত্ অল্ফ এবং বে কে (আল্লাহ এবং বাদশাহী) স্মরণ করতে হবে । অল্ফ হলো বাদশাহ আর বে হলো বাদশাহী । আত্মা হলো বিন্দু । এখানে মানুষ টীকা লাগায়, কেউ আবার বিন্দি বা টিপ পড়ে, কেউ লম্বা তিলক কাটে, কেউ আবার ক্রাউনের মতো করে, কেউ ছোটো স্টার লাগিয়ে দেয়, কেউ আবার হীরা লাগায় । বাবা বলেন যে, তোমরা হলে আত্মা । তোমরা জানো, আত্মা স্টারের মতো । সেই আত্মার মধ্যে সমস্ত ড্রামার রেকর্ড ভরা আছে । বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন যে, নিরন্তর বাবাকে স্মরণ করো আর সবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করো । এমন লক্ষ্য আর কেউই দিতে পারে না । বাবা বলেন যে, তোমাদের মাথায় জন্ম – জন্মান্তরের পাপের বোঝা আছে । স্মরণ ছাড়া তা ভস্ম হবে না । এভার হেলদী হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করতে হবে । বাবার কাছেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । এভার হেলদী আর এভার ওয়েলদী হওয়ার জন্য । স্বাস্থ্য আর সম্পদ থাকলে আর কি প্রয়োজন । স্বাস্থ্য আছে, কিন্তু সম্পদ না থাকলে মজা নেই । আবার সম্পদ আছে কিন্তু স্বাস্থ্য না থাকলে মজা নেই । আত্মাকে প্রথমে বাবাকে স্মরণ করতে হবে তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে আর ২১ জন্মের জন্য সুস্বাস্থ্য পাবে আর স্বদর্শন চক্রধারী হলে ২১ জন্মের জন্য সম্পদ পাবে । এ কত সহজ কথা । আমরা ৮৪ জন্ম এমন চক্র পরিক্রমা করেছি । এখন সবই শেষ হয়ে যাবে তাই কেন মন লাগাব ? তাতেই মন লাগাতে হবে যিনি আমাদের নতুন দুনিয়ার বাদশাহী দেবেন । বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন – বাচ্চারা, এখন এই শরীরকে ভুলে নিজেকে অশরীরী মনে করে আমাকে স্মরণ করো । এই শরীর তোমরা অভিনয় করার জন্য পেয়েছ । ভোরে উঠে এই স্মরণ করা উচিত । যে সাজন লবণাক্ত চ্যানেল থেকে পারে নিয়ে যান, তাঁকে স্মরণ করতে হবে, বাকি আর সকলেই বিষয় সাগরে ডুবে যাবে । বাবাই পার করেন, তাই তাঁকে কান্ডারী বা বাগানের মালী বলা হয় । তিনি তোমাদের কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন । এরপর স্বর্গে তোমরা কখনোই দুঃখ দেখবে না, তাই তাঁকে বলা হয় দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । হর হর মহাদেব বলা হয়, তাই না ! শিবকেই এ কথা বলা হবে । ইনি হলেন ব্রহ্মা – বিষ্ণু এবং শঙ্করের বাবা । সেই বাবাই ২১ জন্মের জন্য সুখের অবিনাশী বর্সা দেন, তাই তাঁকে স্মরণ তো করতে হবে, তাই না, এতেই সাহসের প্রয়োজন । স্মরণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেলেই এই পথ চলা বন্ধ করে দেয় । এমন সঙ্গে চলে যায় যে বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাই বলা হয় সঙ্গ উদ্ধার করে আর কুসঙ্গ নাশ করে । বাইরে গেলে কুসঙ্গ হবে তখন নেশা উড়ে যাবে । কেউ আবার বলে ব্রহ্মাকুমারীদের কাছে জাদু আছে, লেগে যাবে । ওদের কাছে যেও না । পরীক্ষা তো আসবেই । এমন অনেক আছে – দশ বছর থেকেও আবার সঙ্গদোষে এসে যায় । নিচে পা নামালেই মায়া কাঁচা খেয়ে নেয় । এও নিশ্চিত করতে হবে যে, বাবার থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা অবশ্যই পাওয়া যায় । তবুও মায়ার অনেক তুফান আসে কারণ এ তো যুদ্ধের ময়দান । অর্ধেক কল্প মায়ার রাজ্য চলেছে । এখন এর উপর বিজয় পেতে হবে । রাবণকে জ্বালিয়ে একদিনের খুশী পালন করে । এ সবই মেকি সুখ । প্রকৃত সুখ তো আছে সুখধামে । বাকি নরকের সুখ হলো কাক বিষ্ঠার সমান । স্বর্গে তো সুখই সুখ । তোমরা সুখধামের জন্য পুরুষার্থ করছো । বক্সিংয়ে কখনো মায়ার জিত কখনো আবার বাচ্চাদের জিত হয় । এই যুদ্ধ রাতদিন চলতে থাকে । ওস্তাদের হাত সম্পূর্ণ ভালো ভাবে ধরতে হবে । ওস্তাদ হলেন সর্বশক্তিমান এবং সমর্থ । তাঁর হাত ছেড়ে দিলে সর্বশক্তিমান তখন কি করবেন ? হাত ছেড়ে দিলেই গেলে তোমরা । স্টিমারের কথা শাস্ত্রেও আছে । এখন স্টিমার চলছে । বাকি আর অল্প দিন আছে । বৈকুন্ঠ তো সামনে নজরে আসছে । পরের দিকে তো মূহুর্তে মূহুর্তে বৈকুন্ঠের দৃশ্য দেখতে থাকবে ।

শুরুতে যেমন অনেক দেখতে । পরের দিকেও তোমাদের অনেক সাক্ষাৎকার হবে । যারা এখানে থাকবে, যারা সাহসের সঙ্গে হাত ধরে থাকবে, তারাই অন্তিম সময় এই সব দেখতে পাবে । বাচ্চারা বলবে - বাবা এ দাসী হবে, এ অমুক হবে । তারপর আফশোষ করবে - আমরা দাসী হয়ে গেলাম । পরিশ্রম না করলে আর কি হাল হবে ? তখন অনেক অনুশোচনা করতে হবে । শুরুতে তোমরা অনেক খেলা দেখেছো । এমন গান আছে না -- যা আমরা দেখেছি -- তাই সময় যতো কাছে আসতে থাকবে, তখন সব বলতে থাকবে, তখন পড়া তো আর হবে না । বাবা বলবেন, তোমাদের কত বুঝিয়েছি, তোমরা শ্রীমতে চলো নি তাই এমন হাল হয়েছে, এখন কল্প কল্প এই পদ পেতে থাকবে, তাই বাবা বলেন যে, নিজের পুরুষার্থ করতে থাকো মাতা - পিতাকে অনুসরণ করো । কেউ তো কুপুত্রও হয়, তাই না । মায়ার বশ হলে খুবই বিচলিত করবে, তখন অনেক বড় সাজা খেতে হবে, পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । বাচ্চারা এই সাজারও সাক্ষাৎকার করেছে । দুনিয়াতে হলো আসুরী সঙ্গ আর এখানে হলো ঈশ্বরীয় সঙ্গ । বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন, তারপর এমন কেউই বলতে পারবে না যে, আমরা জানতাম না ? বিনাশের সময় মানুষ অনেক ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকবে । তোমরা তখন অনেক সাক্ষাৎকার করতে থাকবে । কারোর পৌষ মাস কারোর সর্বনাশ -- এইভাবেই তোমরা নৃত্য করতে থাকবে । তোমরা দেখতে থাকবে যে, বিনাশের পরে কিভাবে আমাদের মহল তৈরী হবে । যারা বেঁচে থাকবে তারা সব দেখতে থাকবে । বাবার হয়ে আবার তালাক দিয়ে দিলে থোড়াই দেখতে পাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি, পাঁচ হাজার বছর পরে মিলিত হওয়া বাচ্চাদের প্রতি পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) সমর্থ বাবার হাত ধরে থাকতে হবে, এক বাবার সঙ্গেই মন লাগাতে হবে, ভোরবেলা উঠে বাবার স্মরণে বসতে হবে ।

২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে । কুসঙ্গে এসে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না ।

বরদান :-- সেবায় সর্বদা সহযোগী হয়ে সহজ যোগের বরদান প্রাপ্ত করে বিশেষত্ব সম্পন্ন ভব

ব্রাহ্মণ জীবন হলো বিশেষত্ব সম্পন্ন জীবন, ব্রাহ্মণ হওয়া অর্থাৎ 'সহজ যোগী ভব' বরদান প্রাপ্ত করা । এ হলো সবথেকে প্রথম জন্মের বরদান । এই বরদানকে বুদ্ধিতে সর্বদা স্মরণে রেখো - এটাই হলো বরদানকে জীবনে আনা । বরদানকে জীবনে সফল করার সহজ বিধি হলো - সর্ব আত্মার প্রতি বরদানকে সর্বদা সেবায় লাগানো । সেবাতে সহযোগী হওয়াই হলো সহজ যোগী হওয়া । তাই এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে বিশেষত্ব সম্পন্ন হও ।

স্লোগান : - নিজের মস্তক মণির দ্বারা নিজের স্বরূপ আর শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যের সাক্ষাৎকার করানোই হলো লাইট হাউস হওয়া ।